স্থগিত অধিবেশনে

সেদিন স্যাটারডে ক্লাবে যেতে একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল। রুমে ঢুকেই দেখি ডাক্তার, ক্যামারাম্যান, সঞ্চালক বসে চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। আমাকে দেখেই ডাক্তার সাহেব একেবারে যেন হামলে পরলেন।
-আজকাল ভাবীকে দেখছি রাস্তা-ঘাটে আন্দোলন করে বেড়াচ্ছেন।

কোথায়ও যেয়ে শুরুতেই যদি কাউকে এভাবে ঘর-সংসার নিয়ে আক্রমনের মুখোমুখি হতে হয়, তখন অবশ্যই তার প্রথম কাজ হবে রক্ষণাত্মক ভূমিকায় গিয়ে কিছুটা সময় নিয়ে নিজেকে আত্মস্থ করা। সেই সূত্র ধরে একটা চেয়ার খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে টেনে নিয়ে বসতে বসতে খুব ভাবলেশহীন ভাবে বললাম,
-কথাটা ঠিক বুঝলাম না।
ডাক্তার বললেন,
-ভাবীকে দেখলাম ভাতিজাদের স্কুলের বেতন-ফিজ নিয়ে মানব বন্ধন করতে। টাকা-পয়সার সমস্যা থাকলে জানাবেন, ভাতিজাদের পড়া-লেখার দায়ীত্ব আমরা সকলে মিলে সমাধান করার চেষ্টা করবো।

স্যাটারডে ক্লাবের বিভিন্ন চরিত্রের কথা বহুবার বলেছি কিন্তু একটা কথা বলা হয়নি, ডাক্তার সাহেবের স্ত্রীর একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আছে, যে কারণে এধরণের বিষয় গুলো নিয়ে ওনার এতো মাথাব্যথা। আমি বললাম,
-আপনার এই সহযোগিতার মানসিকতাকে ধন্যবাদ জানাতেই হয়। আমার অর্থনৈতিক সমস্যা বহুদিনের এবং আমি সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মাইনি, তার ওপর এই মহামারীর সময় সকলেই কিছু না কিছু সমস্যায় আছে। এমনকি আপনিও আজকাল নিশ্চয়ই সন্ধ্যায় আর প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন না।

ডাক্তার সাহেব যেন গোঁ ধরেছেন খোঁচাবেনই আমাকে, বললেন,
-স্কুল গুলোও তো প্রাইভেটই, তারা তো স্কুলের ছাত্রদের বেতন-ফিজ দিয়েই চলে।

ক্লাবের কেউ দেখলাম কোন উচ্চবাচ্য করছে না, অর্থাৎ, ভেজালটা আমাকে নিয়েই এবং আমাকেই সামলাতে হবে, বললাম,
-দেখুন, একটি গনতান্ত্রিক দেশে প্রধান পাঁচটি মৌলিক অধিকার অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা চিকিৎসা। নাগরিকদের এই পাঁচটি অধিকার অক্ষুন্ন রাখার দায়ীত্ব রাষ্ট্রের। এই বিষয় গুলো সকলে যাতে সমান ভাবে পায় সেটা রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হবে। রাষ্ট্র দিতে পারছে না বিধায় এবং আমার কিছুটা সঙ্গতি আছে বিধায় আমি আমার সন্তানদের জন্য অন্য শিক্ষা পদ্ধতি বেছে নিয়েছি, এটায় আমার কোন দোষ হতে পারে না। তাছাড়া সকল স্কুল বন্ধ এখন, আর কিছু না হোক বিদ্যুত-পানির বিল তো তাদের দিতে হচ্ছে না। শিক্ষা নিয়ে বিশাল বানিজ্য করবার মানসিকতা এবং সেই খাতে তাদের প্রচুর লাভের হিসেব বাদই দিলাম। এই মহামারীর সময় সরকার এতো প্রনোদনা দিচ্ছে, তাহলে স্বীকৃত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল গুলোতেও কিছু প্রনোদনা দিতেই পারে। সবচেয়ে বড় সমস্যা, ক্যাশ ফ্লো। আপনার যখন আমার সন্তানদের বিষয়ে এতো দুশ্চিন্তা তখন আপনি আমার একটি এপার্টমেন্ট কিনে ফেলুন, সেই টাকা দিয়ে আমি সন্তানদের স্কুলের বেতন দিয়ে দিতে পারবো।

ক্যামেরাম্যান খুব আস্তে করে বললেন,
-আপনি রেগে যাচ্ছেন মনে হচ্ছে।
আমি বললাম,
-রাগ করবো না কেন, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি আজ ক্ষমতায়। সারে সাত কোটি বাঙ্গালির সকলেই তো আর মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক ছিল না। আজ এতোদিন পরেও দেখি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারীরা জাতীয় পতাকা গাড়িতে লাগিয়ে ঘুড়ে বেড়ায়, অথচ মুক্তিযুদ্ধের পরিবারের জন্য বিভিন্ন কোটা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। আপনি কি জানেন আমেরিকার ইউনিয়নিস্ট পরিবারের সদস্যরা দেড়শো বছর পরেও এই সেদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা ভোগ করেছে।

সঞ্চালক চুপচাপ বসে শুনছিলেন। আমার কথা শেষ হবার আগেই একটু নড়েচড়ে বসলেন, বললেন,
-ভাই, গনতান্ত্রিক দেশের কথা বলতেছেন। গনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আমাদের যে কফি খাওয়ায় সালাম মিয়া, তার যেমন এক ভোট আপনারও এক ভোট, শুধু বয়সে আপনার চেয়ে কিছুটা বড়, কিন্তু সে আর আপনি কি সমান প্রিভিলেজড।

আমি মনে মনে ভাবছি, আজ ক্লাবের সকলে কি আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে আমাকে আক্রমন করা হবে। মুখে সেই কথা না বলে বললাম,
-নাহ, সমান প্রিভিলেজড না। রাষ্ট্রের কাছে সে আমার চেয়ে বেশী প্রিভিলেজড। তার সন্তান, নাতী-নাতনীর জন্য শুধু ফ্রি শিক্ষা ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত হয়নি রাষ্ট্র, উপরোন্ত তারা যাতে নিয়মিত স্কুলে যায় সেটার ব্যবস্থাও নিয়েছে।

আমার কোনঠাসা অবস্থা থেকে উদ্ধারের চেষ্টাতেই বোধহয় ক্যামেরাম্যান বললেন,
-বাদ দিন তো এসব কথা। আপনার জাতীয় পতাকার কথা শুনে মনে পরলো একটা বর্তমান গরম খবরের কথা। কোভিড-১৯ এর জাল টেস্টের জন্য আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর লোকজন একজনকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, বিদেশের সংবাদ পত্রে বাংলাদেশের এই জাল টেস্ট হেডলাইন নিউজ। সে রাষ্ট্রের কোন দায়ীত্বে না থেকেও নাকি ফ্ল্যাগষ্ট্যান্ড লাগানো গাড়ি ব্যবহার করতো। বিষয়টি কি বলুন তো।

আমার মাথাতেই রয়েছে আজ আমি আক্রমনের লক্ষবস্তু, সুতরাং, প্রশ্নটি আমাকেই করা হয়েছে ধরে নিয়ে আক্রমনাত্মক ভাবে বললাম,
- ঐ ব্যাটা তো একটা স্বীকৃত জোচ্চোর। কিন্তু আমার প্রশ্ন হল, এতোদিন পর কেন তাকে নিয়ে এতো হৈচৈ?? সেটা কি বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের সুনাম ক্ষুন্ন করেছে বলে, নাকি কারো লেজে পা দিয়েছে সে? জাল কোভিড-১৯ সার্টিফিকেটের কারণে প্রথম জাপান ফিরিয়ে দিয়েছিল যে চারজনকে, তাদের জাল সনদ তো সে দেয়নি। যারা সেটা দিয়েছে তাদের খোঁজার চেষ্টা হয়েছে কি?

সঞ্চালক চোখ ছোট করে আমাকে কঠিন দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছিলেন, বললেন,
-ভাই কি ঐ লোকটার পক্ষে নাকি।

আমি বললাম,
-মোটেও না। সে যে কাজ করেছে, দেশের যে ক্ষতি সে করেছে, সেটার ঠেলা সামলাতে অন্তত আমাদের প্রজন্ম তো পার হবেই। এই অপরাধের জন্য তাকে ফাঁসিতে লটকিয়ে দিন না। কিন্তু দেশের বর্তমান আইনে কি সেটা করতে পারবেন? রাষ্ট্রের একজন দায়ীত্বশীল মানুষের বক্তব্য অনুযায়ী, এই লোকটির লাইসেন্স আছে কিন্তু লাইসেন্স নবায়ন করা নেই। টাকা জমা দেলেই তো সেই লাইসেন্স নবায়নযোগ্য। তাহলে তার বিরুদ্ধে কোন আইনে মামলা হবে?? সে যে জালিয়াতি করেছে সেটা প্রমান করবেন কি করে?? সে তো শুধুই স্যাম্পল কালেক্টিং এজেন্ট; টেস্ট রেজাল্ট পাবার পর "পজিটিভ" বা "নেগেটিভ" বসিয়ে সার্টিফিকেট দিয়ে দেবার ক্ষমতা তাকে দেয়া হয়েছে। তাকে আদালতে নেবার পর সে যদি দাবী করে, সার্টিফিকেট দিতে সময় যাতে কম লাগে সেই কারণে তার কর্মচারীরা ফরম্যাট তৈরি করে রেখেছিল, তাহলে সেই কারণে হাসপাতালের মালিককে শাস্তি দেবার মত যথাযথ আইন আছে কি? সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, টাউট হিসেবে সে তো বহু আগেই দোষী সাব্যস্ত হয়ে জেল খেটেছে, তারপরও সে কিভাবে পত্রিকা প্রকাশনার অনুমতি পায়, এক্রিডেশন কার্ড পায়, কিংবা, কিভাবে সে বড় বড় মানুষ গুলোর সাথে দেখা করার সুযোগ পায়। চোর তো চুরি করবেই কিন্তু চোর কিভাবে পুলিশ হল সেটা আমাকে বলুন।

এর মাঝে কখন যে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন আমরা কেউ সেটা খেয়াল করিনি। আমার কথা শেষ হবার আগেই বলে উঠলো,
-আমি জানি আমি জানি কিভাবে চোর গুলা পুলিশ হয়। একখান সত্যি গল্প শুনাইতেছি। আমার অফিসে একজন রিটায়ার্ড সরকারী কর্মচারী আইসা তার বিদেশ ভ্রমনের গল্প করতেছেন, কইলেন,

ভাইরে, বউরে নিয়া বিদেশে গেছিলাম। আমার বৌয়ের নামের আগে Mrs লাগানি দেইখা ইমিগ্রেশনের ব্যাডায় জিগাইলো, তোমার বউয়ের ফার্স্ট নাম Mrs নি। আমি ব্যাডারে বুঝাইয়া কইলাম, আমার তিন বউ, তাই Mr এর লগে একখান "S" লাগাইয়া Mr এর plural শব্দ Mrs বানাইছি, কিন্তু ইমিগ্রেশন ব্যাডায় দেখি আরও রাইগা যায়, ইংরেজী ভাষার দ্যাশে থাইকাও সিঙ্গুলার প্লুরাল বুঝেনা দেইখা আমি তো তাজ্জুব।

সঞ্চালক এতোক্ষণে মনে হয় প্রান ফিরে পেয়ে বলে উঠলেন,
-ব্যাডা গণ্ডমূর্খ মিস্ত্রী আইসাই চাপা পিটানো শুরু করলো।
ইঞ্জিওনিয়ার সাহেব মুখ গোমড়া করে বললেন,
-একজন সরকারী কর্মচারীর মুখ থেইকা শোনা তার নিজের এইটা সত্যি গল্প। আমার গল্পটা শুনানির উদ্দেশ্য হইলো, দ্যাশ যারা চালায় তারার মইধ্যে যদি এই রকম "ব্যা"করণবিদ কয়েকখান থাকে তখন চোরেরা পুলিশ তো হইবোই। আবার কনফার্ম করলাম, গল্পখান সত্য, তয় খুব বেশী হইলে কইতে পারেন রসের গল্প।

সঞ্চালক বললেন,
-ঠিক আছে, তোমার রসের গল্পের সাথে আমিও একটা রসের গল্প শোনাই। ছোট বেলায় ফুটবল খেলা দেখার জন্য নিয়মিত ঢাকা স্টেডিয়ামে যেতাম। এখনকার স্টেডিয়ামের অবস্থা কেমন আমার জানা নেই, তবে তখন দর্শক গ্যালারী দুই ভাগে ভাগ করা ছিল। একেক ভাগে একেক দলের সমর্থক। সে সময় সমর্থকদের মাঝে কি যে আন্তরিকতা ছিল সেটা বলে বোঝানো যাবে না। নিয়মিত দর্শকেরা প্রতিদিন একই যায়গায় বসতে পছন্দ করতো এবং নিজেদের মাঝে একটা আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে তুলতো, কেউ ভাই, কেউ মামা, কেউ চাচা। আমার সাথে নিয়মিত বসে খেলা যে দেখতো সে বয়সে একটু বড় হওয়ায় মামা বলে ডাকতাম। লুঙ্গী পরে খেলা দেখতে আসতেন, দারুন ছিলেন ভদ্রলোক। তবে দোষের মাঝে একটাই দোষ ছিল, খেলার মাঝে উত্তেজিত হয়ে আমরা সবাই আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে যেতাম, আর মামা শুধু দাঁড়িয়েই ক্ষান্ত হতেন না সাথে লুঙ্গী তুলে নাচানাচি শুরু করতেন। যেহেতু লুঙ্গিটা উনি কখনোই পুরো তুলতেন না এবং যেহেতু সবাই দাঁড়ানো অবস্থায় থাকতাম, সেহেতু আশেপাশের কিছু মানুষ ছাড়া কেউ বিষয়টি খেয়ালই করতো না।

সঞ্চালকের রসের গল্প চলছে তো চলছেই,
-একবার খেলায় আমাদের দল ১-০ গোলে পিছিয়ে ছিল। আমাদের দল বারেবারে আক্রমন শানিয়ে যাচ্ছে প্রতিপক্ষের এলাকায়, আর আমরাও সকলে উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পরছি, উনিও লুঙ্গী তুলে ফেলছেন। একেবারে শেষের দিকে এসে আমাদের দল দারুন এক আক্রমনে গোল শোধ করে দিল, আমরাও সব দাঁড়িয়ে নাচানাচি করে এক সময় বসলাম, কিন্তু, মামা আমার আজ খুবই উত্তেজিত, উনি নেচেই চলেছেন এবং লুঙ্গীও ওপরে উঠতে উঠতে একটু বেশীই উঠে গিয়েছে। আমি পাশ থেকে মামাকে বসার জন্য অনুরোধ করে চলেছি, কিন্তু কে শোনে কার কথা। অবশেষে পেছন থেকে একজন যায়গা মত আঙ্গুল দিয়ে দিল, মামাও সাথে সাথেই ধপাস করে বসে পরে তিন সেকেন্ড চুপ থাকার পর চিৎকার করে বাদামওয়ালাকে ডেকে আশেপাশের সবাইকে বললেন, আজকে সকলেরে আমি বাদাম খাওয়ামু। সকলের খাওন লাগবো। কিছুক্ষণ পর মামা বললেন, মনে কইরেন না খুশীর ঠেলায় আপনাগো বাদাম খাওয়াইতেছি। আমি খাওয়াইলাম, আমার লগে যেই লোক আকামডা করছে তারে খুইজ্জা বাইর করার লাইগ্যা। সকলে বাদাম খাইলেও হেয় তো আর খাইতে পারবোনা। তারপর হুট করে উনি পিছনে ঘুরে একজনকে লক্ষ করে বললেন, বাবাজি, তোমার লগে আগে কখনো দেখা হয় নাই। শরম পাইও না, বাদাম চাইরটা তোমার নিজের হাতে ছুইল্লা উপরের খোসা ফেলাইয়া খাওন লাগবোই। যদি না খাও তাইলে আইজ সত্যিকারের বাদাম দিমু তোমারে। আমাদের সকলের সক্রিয় সমর্থনে মামা ছেলেটিকে বাদাম খাইয়ে ছেড়েছিলেন।

ইঞ্জিনিয়ার ফোরন কেটে বললো,
-বাব্বাহ, আপনাগো ধৈর্যও আছে। এত্তো বড় গল্প সবাই চুপচাপ শুনলেনও। আমি এই রহম লম্বা গল্প কইলে তো এতোক্ষণে আঙ্গুল না, আমারে এক্কেবারে বাঁশ দিতেন।
ক্যামেরাম্যান বললেন,
-সবই তো বুঝলাম, বুঝলাম না মোরাল অফ দা গল্প এবং কেন গল্পটা শুনালেন।

সঞ্চালক বললেন,
-এটা একটা সত্যি ঘটনা, তবে আজ শোনালাম, কারণ, আমরা লুঙ্গী পরা বাঙ্গালী জাতি তো, সাথে আবার আন্ডার গার্মেন্টস থাকে না। তাই একটু সাবধানে কথা বলা ভাল। যুদ্ধে যেয়ে পরাজিত হবার চেয়ে "হালায় যুদ্ধেই যামু না" ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া ভাল। আর যদি কোন কারণে যুদ্ধে যেতেই হয় তবে খেয়াল রাখবেন, প্রতিপক্ষ যদি কোন কারণে আপনাকে পরাজিত ক'রে মাটিতে ধরাশায়ী করেই ফেলে, তবে পরাজয় মেনে নিন। আন্ডার গার্মেন্টস বিহীন লুঙ্গী পরা অবস্থায় মাটিতে পরে যাবার পরও পা দু'টো ওপরের দিকে তুলে দিয়ে যদি বোঝাতে চান যে, আমি এখনো তোমার চেয়ে ওপরেই আছি, তাহলে তো শত্রুপক্ষ যায়গা মত আঙ্গুল দেবেই। তার সাথে যোগ করেন ডিজিটাল আইন।

ডাক্তার কিছুটা চুপসে ছিলেন বোধহয়, চুপচাপ বসে বসে মোবাইলে কিছু একটা পড়ার চেষ্টা করছিলেন, মোবাইল থেকে মনযোগ না সরিয়েই বললেন,
-ডিজিটাল আইনের কথায় একটা কথা মনে পরলো, গুজব কাকে বলে একটু ডিফাইন করবেন কি কেউ আপনারা। ভিয়েতনামে বাংলাদেশ এম্বেসীর এক ঝামেলা সংক্রান্ত বিষয়ে সেদিন রাষ্ট্রের ওপরের সারির একজন একেবারে মিডিয়ার সামনে বলে বসলেন, উনি শুনেছেন এটার পেছনে অমুকে আছে। শোনা কথা ছড়িয়ে দেয়াটা কি গুজব ছড়াবার পর্যায়ে পরবে না?

ক্যামেরাম্যান বললেন,
-দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার জন্য সকলের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিৎ।

ডাক্তার এবার মুখ তুললেন, বললেন,
-আপনি কি কারণে কার শাস্তি চাইছেন আমার বোঝার ইচ্ছে নেই। আমার জানা দরকার, এটা গুজব ছড়াবার পর্যায়ে পরে থাকলে যথাযথ পানিশমেন্ট হবে কি না।
সঞ্চালক খুব রুক্ষ স্বরে বললেন,
-ডাক্তার সাহেবের কি কোন রাজনৈতিক কমিটমেন্ট আছে।
ডাক্তার সাহেব খুব নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বললেন,
-থাকবে না কেন? বাংলাদেশের মানুষ হিসেবে আমি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির সমর্থক।

সঞ্চালক বললেন,
-ওটা তো দেশ প্রেমের কথা বললেন, রাজনীতির একেবারে প্রাথমিক শর্ত। রাজনৈতিক কমিটমেন্টে আরও অনেক কিছু যুক্ত হবে।
ডাক্তার যেন চ্যালেঞ্জ চুড়ে দিলেন, বললেন,
-যেমন?
সঞ্চালক বললেন,
-যেমন, কোন একটি রাজনৈতিক দলের নীতি-আদর্শের প্রতি কমিটমেন্ট, সেই দলের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা ইত্যাদি।
ডাক্তার খুব সহজ স্বীকারোক্তি দিয়ে বললেন,
-নাহ, এমন কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কমিটমেন্ট আমার নেই।

এবার সঞ্চালক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,
-যাদের কোন রাজনৈতিক কমিটমেন্ট থাকে না তারা সুযোগ সন্ধানী, যখন যেদিকে প্রয়োজন তারা সেইদিকে আঙ্গুল দিয়ে সাময়িক একটা জনপ্রিয়তা তৈরী করার চেষ্টায় থাকে। কিন্তু ম্যাকিয়াভেলির তত্ব অনুযায়ী, জনপ্রিয়তা মাত্রেই ক্ষণস্থায়ী। রাজনৈতিক কমিটমেন্টহীনদের রাজনৈতিক কথার মাঝে থাকলে কখন যে এই লুঙ্গী পরা "আমি" বাঙ্গালীর নিজের আঙ্গুলই নিজের বেযায়গায় চলে যায়, তাই আমার পক্ষ থেকে স্যাটারডে ক্লাবের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হল। বিদায়।

সঞ্চালক কাউকে কিছু কথা বলার সুযোগ না দিয়ে চলে গেলেন। বুঝলাম না ক্লাবের অধিবেশন চিরতরে বন্ধ হল নাকি সাময়িক স্থগিত হল, কারণ, ক্লাবের একমাত্র স্বীকৃত রাজনৈতিক কমিটমেন্টধারী তো আমাদের রাজনীতিবিদ।

(সমাপ্ত)